দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
রবিবার ৩১ আষাঢ় ১৪১৯
১৫ জুলাই ২০১২

পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে আবারও ফিরল অ্যাপল

কিছুদিন আগেই টেক জায়ান্ট অ্যাপল তাদের নতুন মডেলের বেশকিছু ম্যাকবুকসহ নানান ধরনের পণ্য উন্মোচন করেছে বিশ্বের সামনে। নতুন ধরনের রেটিনা ডিসপ্লেসহ আরও অত্যাধুনিক ফিচার নিয়ে এসব ডিভাইস শুরু থেকেই প্রযুক্তিপ্রেমীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং এগুলোই গত কয়েকদিন ধরে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। অ্যাপল'র ওয়ান্ডওয়াইড ডেভেলপারস কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রথম এই ডিভাইসগুলো পরিচিত করে দেওয়া হয় বিশ্ববাসীর সামনে। তবে এরপর এই ডিভাইসগুলো বাজারে অবমুক্ত করার পরপরই অ্যাপল জানিয়ে দেয়, এই ডিভাইসগুলো ইলেকট্রনিক প্রোডাক্ট এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট টুলস বা ইপিট (EPEAT) সিস্টেম সমর্থন করবে না। এই সিস্টেমটি বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক পণ্যের পরিবেশবান্ধব মানের স্বীকৃতি দেয়। এই সিস্টেমের বাইরে চলে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়ার ফলে অ্যাপল'র এসব নতুন ডিভাইস পরিবেশবান্ধব হিসেবে স্বীকৃত হবে না। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে প্রযুক্তি বিশ্বে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে অ্যাপল। বিশ্ব যেখানে দিনদিন পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকে পড়ছে এবং পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতে ক্রমেই যখন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি আত্মীকরণের চাপ বাড়ছে, তখন শীর্ষস্থানীয় একটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান হিসেবে অ্যাপল'র এই ঘোষণায় সকলেই বিস্মিত হয়েছেন। কেবল তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রেই অ্যাপলকে বয়কট করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। এর মধ্যে সানফ্রান্সিসকো শহরের কর্মকর্তারাও তাদের সব ধরনের স্থানীয় সংস্থার জন্য অ্যাপল পণ্য বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা অ্যাপলকে তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান জানায়। এই ধরনের সমালোচনা এবং প্রতিক্রিয়ার ফলে অবশেষে অ্যাপল তাদের সেই সিদ্ধান্তটি বদলে দিতে সম্মত হয়েছে। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই তারা জানিয়েছে, তারা ইপিট সিস্টেমটি অনুসরণ করেই তাদের সকল ডিভাইসকে বাজারে নিয়ে আসবে। উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে ইপিট সিস্টেমটি রাস্তবায়ন করতে অ্যাপলও সহযোগিতা করেছিল। কাজেই তাদের এই সিস্টেমের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়াকে কেউই ভালো চোখে দেখেনি। পুনরায় ইপিট সিস্টেমে ফেরত আসা প্রসঙ্গে অ্যাপল'র হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বব ম্যানসফিল্ড অ্যাপল'র সাইটে লেখা একটি চিঠিতে জানান, 'আমরা সম্প্রতি জানতে পেরেছি যে আমাদের পণ্যগুলো থেকে ইপিট রেটিং সিস্টেম সরিয়ে নেওয়ায় আমাদের প্রচুর পরিমাণে গ্রাহক হতাশা ব্যক্ত করেছেন। আমরা বুঝতে পেরেছি, এটা ছিল একটি ভুল সিদ্ধান্ত। আমাদের ভুল আমরা বুঝতে পেরেছি। আজ থেকে শুরু করে প্রতিটি পণ্য পুনরায় ইপিট রেটিং সিস্টেম সমর্থন করবে।' তিনি আরও জানান, অ্যাপল সবসময়ই পরিবেশবান্ধব পণ্য প্রস্তুত করতে অগ্রগামী ভূমিকা রেখেছে এবং তাদের সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। অ্যাপল'র এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছে প্রযুক্তি বিশ্বের সকলেই। অ্যাপল'র এই দ্রুত ভুল বুঝতে পারাকে সকলে ইতিবাচকভাবেই দেখছেন। তারা আশা করছেন, অ্যাপল'র মতো অন্যরাও এই পথেই থাকবেন।

■ মোজাহেদুল ইসলাম

টুকরো খবর

৪র্থ সিটি ফাইন্যান্সিয়াল আইটি কেস প্রতিযোগিতার রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা বাড়লো

সিটি ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ডি.নেট এবছর আবারও শুরু করেছে '৪র্থ সিটি ফাইন্যান্সিয়াল আইটি কেস প্রতিযোগিতা'। এই প্রতিযোগিতার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের মাধ্যমে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রযুক্তিবিদ্যায় অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবহারের সুযোগ পাবে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। প্রতিযোগিতাটি প্রাথমিক বাছাই পর্ব, প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় পর্ব এবং চূড়ান্ত পর্ব—এই চারটি ভাগে বিভক্ত। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের দু'জন আইটি শিক্ষার্থী, দু'জন ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী এবং প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসাবে একজন ফ্যাকাল্টি মেম্বারের সমন্বয়ে দল গঠন করতে হবে। বিজয়ী দল পাবে ৩,০০০ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ টাকা, প্রথম ও দ্বিতীয় রানার আপ পাবে যথাক্রমে ২,০০০ এবং ১,০০০ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ টাকা। এছাড়া একটি দলকে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেটের মাধ্যমে 'বেস্ট ইনোভেটিভ আইডিয়া' পুরস্কার প্রদান করা হবে। প্রতিযোগিতায় রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ ছিল ১০ জুলাই। তবে শিক্ষার্থীদের অনুরোধে এই সময়সীমা বাড়িয়ে করা হয়েছে ২০ জুলাই। প্রতিযোগিতা ও রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন http://cficc.dnet.org.bd, ইমেইল: cficc@dnet.org.bd। ফোন: ০১৭১৪০৭১৩২৬।

CITI FINANCIAL IT CASE COMPETITION